আকাশ ফেটে বৃষ্টি হচ্ছে এই মহামারীর সন্ধ্যায়। বাজ পড়ার শব্দ কতদিন পর সশব্দ মনে হল আজ। বৃষ্টি যেহেতু আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে, তাই মাটির যা কিছু তা আকাশে যেতে চায় এইসব সময়। প্রতিশোধ নয়। যেতে চায়, সাধ। আমি আকাশও নই, মাটিও নই তাই দাঁড়িয়ে ছিলাম দোতলার জানলায়। নিজে ওড়ার চেয়েও কারা কারা উড়ে যেতে পারল তা দেখার জন্যই জানলায় দাঁড়াই। লোডশেডিং। তাই মাটি থেকে কেউ আকাশে যেতে চাইলে দেখা যাবে না অন্ধকারে, কেমন হয় ডানা বেরোবার সময় ! ব্যথা ? নাকি আলো বেরোয় ?

বিদ্যুতের ঝলকানিতে হারিয়ে গেলেও অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল জোনাকি। কেউ বুঝি উড়ে গেলো এই ! উড়ে যাবে বলেই কি মাটিতে থাকে মানুষ ? কোনো একদিন উড়বে জেনেই কি সয়ে নেয় খাবারে তীব্র নুন, অপমান, বিচ্ছেদ আর দুর্গন্ধ ? তারপর বেলুন কিনে আনে ? তারপর শান্ত নদীর পাশে দাঁড়িয়ে দেখে সভ্যতা আর শ্মশানের নৈকট্য ? তারপর বেলুন ভাসিয়ে দেয় ? নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করে মাটি থেকে আকাশের ? ফোর-জি পৃথিবী থেকে প্রায় অচল টু-জি বেলুন মিলিয়ে যায় ঘনায়মান অন্ধকারে, পরিষেবা সীমার বাইরে। পরিষেবা ফিরে পাবে বলেই তাড়াতাড়ি এয়ারপ্লেন মোড অন করে আবার বন্ধ করে দেয় ? বন্ধ কি হয় আদৌ ? নাকি ভেতরে ভেতরে শীতঘুম ভেঙে পাশ ফেরে বিশাল উড়োজাহাজ ? উড়বে বলে প্রতিদিন জ্বালানি জমায় সুদহীন ? সাধ ভরে বুকপকেটে ?

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দোতলার জানলায়। দেখতে পেলাম শাদা এক থানকাপড় উড়তে শুরু করেছে। উড়ছে নয়, নাচছে যেন ! খবর পেলাম, ঠাকুমা শিল কুড়িয়ে খেয়েছিল, তারপর নিখোঁজ !

জানলা দিয়ে যতটা দেখা যায়, সেই ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে শাদা থান। ঝড়-জল-বৃষ্টি আর ছুঁতে পারছে না মনে হয় ! জানলার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে মনে হয় মাতৃভাষার মতোই সহজ তবে উড়ে যাওয়া ? সহজ বলেই যেমন মনে থাকে না, স্বর্গের সবচেয়ে কাছে থাকে কুমোর।